যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৯৬৩

১/ বিবিধ

আরবী

كان يخطب يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى على المنبر

ضعيف

قال الهيثمي (2 / 183) وقد ذكره من حديث ابن عباس: " رواه الطبراني في " الكبير " وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، ضعفه أحمد وابن المديني والبخاري والنسائي، وبقية رجاله موثقون

قلت: وقال الحافظ في الحسين هذا: " ضعيف

قلت: ومما يدل على ضعفه روايته مثل هذا الحديث، فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي الفطر والأضحى في المصلى، ولم يكن ثمة منبر يرقى عليه، ولا كان كان يخرج منبره، من المسجد إليه، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض، كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث جابر، وأول من أخرج المنبر إلى المصلى مروان بن الحكم، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين " عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى بالمصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس.... فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان، وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه ... " الحديث انظر " فتح الباري " (2 / 359)

وأما الحديث الذي رواه المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر قال: " شهدت مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما صلى وقضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي ". أخرجه أبو داود (2 / 5) والدارقطني (544) وأحمد (3 / 362)

قلت: فهذا معلول بالانقطاع بين المطلب وجابر، فقد قال أبو حاتم: " المطلب لم يسمع من جابر ولم يدرك أحدا من الصحابة إلا سهل بن سعد ومن في طبقته ". وقال مرة: " يشبه أنه أدركه " يعني جابرا. فإن صح هذا فعلته عنعنة المطلب، فإنه مدلس قال الحافظ: " صدوق كثير التدليس والإرسال

قلت: فمثله لا يحتج به لاسيما والحديث في الصحيحين من طريق أخرى عن جابر وليس فيه ذكر المنبر كما

تقدم

বাংলা

৯৬৩। তিনি জুম’আহ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে মিম্বারের উপর খুতবাহ দিতেন।

হাদীছটি দুর্বল।

হায়ছামী (৩/১৮৩) বলেনঃ এটিকে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছ হতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাবারানী “আল-মুজামুল কাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে হুসাইন ইবনু আব্দিল্লাহ রয়েছেন- যাকে ইমাম আহমাদ, ইবনুল মাদিনী, বুখারী ও নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাফিয ইবনু হাজার এই হুসাইন সম্পর্কে বলেনঃ তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এধরনের হাদীছ বর্ণনা করায় তার দুর্বলতার প্রমাণ বহন করছে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত আদায় করতেন। সেখানে কোন মিম্বার ছিল না আর মসজিদ হতে সেখানে মিম্বার বের করাও হত না। তিনি যমীনের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিতেন। যেমনটি বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। সর্ব প্রথম যিনি ফিতর ও আযহার সালাতের খুৎবার জন্য মিম্বার বের করেন তিনি হচ্ছেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তার প্রতিবাদ করেন। যেমনটি সাহীহায়েনের মধ্যে এসেছে। আবু সাঈদ বলেনঃ ’রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতর ও আযহার দিবসে মুসল্লার উদ্দেশ্যে বের হতেন। সর্ব প্রথম তিনি যা দ্বারা শুরু

করতেন সেটি হচ্ছে সালাত। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন...। মারওয়ানের সাথে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকের এ নিয়মের উপরেই ছিল। তিনি আযহা ও ফিতরের দিনে মদীনার আমীর ছিলেন। আমরা যখন সালাতের স্থলে আসলাম দেখলাম একটি মিম্বার যেটি কাছীর ইবনুস সালত বানিয়েছে। মারওয়ান সালাত আদায় করার পূর্বেই তার উপর চড়ার ইচ্ছা করলে আমি তার কাপড় টেনে ধরলাম...। (আল-হাদীছ) দেখুন "ফহহুল বারী" (২/৩৫৯)

আর যে হাদীছটি মুত্তালিব ইবনু আবদিল্লাহ ইবনে হানতাব জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাতে বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আযহার দিন সালাতের স্থলে উপস্থিত হলাম। তিনি যখন তার সালাত ও খুৎবাহ শেষ করলেন তখন মিম্বার হতে নামলেন। অতঃপর একটি খাসি নিয়ে আসা হলো। তিনি সেটিকে তার হাতে যবেহ করলেন। বললেনঃ বিসমিল্লাহে ওয়াল্লাহু আকবার, এটি আমার পক্ষ হতে ও আমার উম্মাতের যারা যবেহ করবে না তাদের পক্ষ হতে।'

এটি আবু দাউদ (২/৫), দারাকুতনী (৫৪৪) ও ইমাম আহমাদ (৩/৩৬২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটির সনদে মুত্তালিব ও জাবের (রাঃ)-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা") থাকায় ত্রুটিযুক্ত।

আবু হাতিম বলেনঃ মুত্তালিব জাবের হতে শুনেননি। তিনি সাহাল ইবনু সা'আদ (রাঃ) ও তার স্তরের যারা তাদেরকে ছাড়া অন্য কোন সাহাবীকে পাননি। তিনি আরেকবার বলেনঃ তিনি সম্ভবত জাবের (রাঃ)-কে পেয়েছেন। যদি তা সঠিক হয়, তাহলে হাদীছটির আরো সমস্যা রয়েছে। সেটি এই যে, এটি মুত্তালিব কর্তৃক আন আন করে বর্ণনাকৃত। আর তিনি একজন মুদল্লিস বর্ণনাকারী। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, বহু তাদলীস করতেন ও মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করতেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার মত ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। বিশেষ করে যেখানে জাবের (রাঃ) হতেই বুখারী ও মুসলিম শরীফে মিম্বারের কথা উল্লেখ না করেই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71842

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন